মহেশপুরে উদ্বোধনের আড়াই বছরেও চালু হয়নি ২০ শয্যার হাসপাতাল

উদ্বোধন হয়েছে আড়াই বছর আগে কিন্তু আজও চালু হয়নি ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তঘেঁষা ভৈরবা এলাকায় নির্মিত ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি।

ফলে উপজেলার অন্তত পাঁচটি ইউনিয়নের প্রায় ৫০টি গ্রামের লাখো মানুষ প্রাথমিক ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত থাকছেন।

জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলা শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে ভৈরবা সাকোরখাল এলাকায় ২০২৩ সালের ২৫ অক্টোবর হাসপাতালটি উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই হাসপাতালটি সীমান্তবর্তী মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হলেও এখনও তার কার্যক্রম শুরু হয়নি।

চালু না হওয়ায় হাসপাতালের ভবনটি নষ্ট হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন স্থানে পলেস্তারা খসে পড়ছে, দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাসপাতালের কিছু যন্ত্রাংশও চুরিও হয়ে যাচ্ছে।

সম্রাট নামের স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, আমরা ভেবেছিলাম হাসপাতাল চালু হলে আর দূরে যেতে হবে না। কিন্তু এখনো অসুস্থ হলে উপজেলা বা জেলা শহরে যেতে হয়। এতে সময় ও টাকা দুটোই নষ্ট হচ্ছে।

খাদিজা বানু নামের এক বৃদ্ধা বলেন, আমাগের এই হাসপাতাল কইরলো ম্যালা টাকা দিয়ে। কিন্তুক আজ পর্যন্ত দেখলাম না কোন ডাক্তার আসতি। তাহলি হাসপাতাল করে লাভ কি হলো। আমরা চাই এডা যেন তারাতারি চালু করা হয়।

হাসপাতাল চালুর ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, হাসপাতালটি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামের চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন পেলেই দ্রুত চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি জানান, হাসপাতালটি চালু হলে প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার

মানুষ নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারবে, যা সীমান্তবর্তী এলাকার চিকিৎসা সংকট অনেকাংশে কমিয়ে দেবে।

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে মহেশপুরের বাগদিয়া ও সামন্তা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মহেশপুরের বাগদিয়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে হযরত আলী (১৮) ও সামন্তা চারাতলা পাড়ার আনোয়ার হোসেনের ছেলে আসের আলী ওরফে রাজু (১৯)।

জানা গেছে, গত ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রী পাশের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। পথিমধ্যে সামন্তা-বাগদিয়া গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে দুই যুবক তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় পাশের একটি ফসলি খেতে। সে সময় আরও দুই যুবক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পরে ওই স্কুলছাত্রীর হাত বেঁধে ও মুখ চেপে ধরে তারা পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে শাওন নামের এক যুবক। ঘটনাটি কাউকে জানালে ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে ওই স্কুলছাত্রীকে ভয় দেখানো হয়।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় ওই স্কুলছাত্রীর ফুফু বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পরে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে।

মহেশপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানযাত্রী নারী নিহত, আহত-১

ঝিনাইদহের মহেশপুরে তেলবাহী ট্রাকের ধাক্কায় ফুলঝুরি বেগম (৪৫) নামের ভ্যানের যাত্রী এক নারী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে তার ছেলে লাভলু। বুধবার সকালে উপজেলার খালিশপুর কোল্ড স্টোরেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার নিমতলা গ্রামের ফকির আহমেদের স্ত্রী ফুলঝুরি বেগম সকালে ছেলে লাভলুকে নিয়ে ভ্যানে করে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলেন।

পথে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের ওই স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি তেলবাহী ট্রাক ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়ে চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এতে ঘটনাস্থলেই ফুলঝুরি খাতুনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর ছেলে লাভলুকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোরে পাঠানো হয়।

এদিকে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে আহতের চিকিৎসা ও পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরে এমপি

মতিয়ার রহমানের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিচ্ছন্না অভিযান করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ অভিযানের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক মতিয়ার রহমান।

সেসময় উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, সেক্রেটারি মাস্টার শাহাবুদ্দিন খান, যুব বিভাগের সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, যুব বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি আহসান হাবীব শামীম, পৌর জামায়াতের আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু, বলুহর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর শাহ আলম, সাফদারপুর ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি জুবায়ের হোসেনসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা জামায়াতের আয়োজনে দিনভর এই পরিচ্ছন্ন অভিযানে হাসপাতাল চত্বর, বিভিন্ন ওয়ার্ড, রুম পরিষ্কার করা হয়।

আয়োজকরা জানান, রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সেবাবান্ধব করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান। এর আগে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একই অভিযান পরিচালিত হয় দলটির পক্ষ থেকে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে মদ ও ইয়াবা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের কাছে মদ ও ইয়াবা আটক করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র একটি টহল দল।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর

রহমানের স্বাক্ষরিত বিজিবি’র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাযায়, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আনুমানিক ৭.৫০মিনিটের সময় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাটিলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৫২/১০-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাটিলা মাঠপাড়া গ্রামের মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর ড্রাগন বাগানের মধ্যে হতে হাবিলদার মোঃ শহিদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৩৩ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া গত ২৬ জানুয়ারি আনুমানিক ২১.৩৫ ঘটিকায় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ গশেপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৭ এমপি হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোয়ালপাড়া গ্রামের ঘাটপাড়া নামক স্থানে মোঃ শাহজাহান এর চায়ের দোকানের সামনে ইটের হেয়ারিং রাস্তার উপর হতে হাবিলদার সঞ্জয় কুমার সিংহ এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৭৩ পিচ ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের খোসালপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে জুয়েল রানা (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত জুয়েল খোসালপুর গ্রামের আনারুল হকের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে মরদেহটি নদীর পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ বিজিবির উপস্থিতিতে লাশটি উদ্ধার করে।

বিজিবি ৫৮ ব্যাটলিয়নের পরচিালক কর্ণেল রফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার ১১টার দিকে জুয়েল ঘাষ কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়। ভারতীয় সীমান্তের শুন্য লাইনের ২০০গজ দুরে খোশালপুর গ্রামের মাঠে ঘাষ কাটছিল কারন সেখানে তার ব্যবহৃত জামা-কাপড় পাওয়া গেছে। পরে পারিবারিক ভাবে বিজিবিকে খবর দেয় বিজিবি তাকে খুঁজতে থাকে পরে আজ

বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা লাশটি বাংলাদেশের সীমান্তে ইছামতি নদীতে জুয়েলের লাশ ভাসতে দেখে এবং বিজিবি সদস্যরা তার লাশটি উদ্ধার করে পুলিশে হস্তান্তর করে।

এছাড়া স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে খোসালপুর সীমান্তের ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। নিহতের পরিবারের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। জুয়েল রানার ভাই অভিযোগ করে বলেন, জুয়েল একই গ্রামের মাসুদ, মিলন ও কামরুলের সাথে ব্যবসায়িক কাজে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি তাদের একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়, যাতে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিল। ওই ব্যাগ হারানোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

নিহতের ভাইয়ের দাবি, এই বিরোধের জেরে ওই তিন যুবক জুয়েলকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সাজ্জাদ হোসেন জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। মরদেহের হাতে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ আরও জানায়, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মহেশপুরে খাবার সংকটে কালোমুখো হনুমান

পশ্চিমা শীতল বাতাশ ধেয়ে আসছে শৈত্য প্রবাহ, প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেনা। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ কাজের সন্ধানে বাইরে যাওয়া ছাড়া ইচ্ছে করে কেউ ঘুরতেও বের হয়না। এই শীতল আবহাওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি খাবার সংকটে পড়েছে এই বিরল প্রজাতির হনুমান গুলো।

মুখে শুধু ‘আয়’ বলা মাত্রই ছুটে আসে শত শত কালোমুখো হনুমান। এমনই এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা যায় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ভবনগর গ্রামে। গ্রামজুড়ে চোখে পড়ে বিরল প্রজাতির এই কালোমূখো হনুমানের অবাধ বিচরণ—কেউ গাছে,কেউ বাড়ির ছাদে,কেউ আবার মানুষের পাশে বসে নির্ভারতার সাথে সময় কাটাচ্ছে।

একসময় এলাকায় প্রচুর ফলদ ও বনজ গাছ থাকায় খাবারের অভাব ছিল না এই বন্যপ্রাণীর। কিন্তু গাছপালা কমে যাওয়া,বাগান উজাড় হওয়া ও মানব কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে এখন খাবার সংকটে পড়েছে তারা। ফলে কখনো ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে,আবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে অনেক হনুমান।

স্থানীয় যুবক নাজমুল হোসেন নিজ উদ্যোগে প্রতিদিন সরকারি বরাদ্দকৃত খাবার তাদের সামনে পৌঁছে দেন। তবে তিনি জানান,বরাদ্দকৃত খাবার অত্যন্ত অপ্রতুল-এতে একবেলাও ঠিকভাবে খাওয়ানো যায় না শতাধিক হনুমানকে।

নাজমুল হোসেন বলেন,‘আমি ডাক দিলেই এভাবে ছুটে আসে শত শত হুনমান। ওরা এখন আমাদের পরিবারের কাছের লোকের মতোই। কিন্তু খাবারের সংকটে ওরা কষ্ট পাচ্ছে-এটাই সবচেয়ে কষ্টের।’

গরমের মৌসুমে প্রতিদিনই নানা জেলা থেকে আসে দর্শনার্থীরা। শিশু থেকে বড়-সবাই মুগ্ধ হনুমানদের কাছাকাছি দেখতে পেয়ে। তারা নিজ হাতে খাবার তুলেদেন তাদের কাছে। তবে খাবারের অভাব আর অরক্ষিত পরিবেশের কারণে কখনো কখনো হনুমান আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

দর্শনার্থী বসির আহমেদ বলেন,‘এত কাছ থেকে এতগুলো হনুমান দেখা এক অন্যরকম অনুভূতি।’

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন,‘সরকারি উদ্যোগ আরও বাড়ানো দরকার। তা না হলে একসময় হয়তো আর পাওয়া যাবে না এসব হনুমানদের।’

এবিষয়ে প্রাণ পরিবেশ প্রতিবেশ সংগঠক সুজন বিপ্লব বলেন,কালোমুখো হনুমান রক্ষায় তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ,পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ,শিকারি প্রাণীর হাত থেকে সুরক্ষা এবং স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকার ও বন বিভাগকে তাদের জন্য অভয়ারণ্য ঘোষণা এবং খাবারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে,যাতে তারা খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে না আসে এবং মানুষের সাথে সংঘাত এড়ানো

যায়। যেসব অঞ্চলে কালোমুখো হনুমানের বিচরণ বেশি, সেগুলোকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা। তাদের বিচরণক্ষেত্র বা বনভূমি ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকা।আইনগত সুরক্ষায় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় মানুষদের মধ্যে হনুমান সংরক্ষণ ও তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। পশু চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের নিয়মিত দেখভালের ব্যবস্থা করতে হবে। ফসল বা অন্যান্য ক্ষতি হলে হনুমানকে মেরে ফেলা বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচার চালানো। নিরাপদ আবাসস্থলে গড়ে তুলতে বনায়ন তৈরি করতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় হনুমান নিধন বন্ধে আইনানুগ কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঝিনাইদহ জেলা ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,‘নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিদিন বন বিভাগের পক্ষ থেকে বাদাম,কলা ও সবজী খেতে দেওয়া হয়,তবে তা পর্যাপ্ত নয়। হনুমানগুলো শুধু মহেশপুর উপজেলার ভবনগর গ্রামেই থাকে। জেলার অন্য কোন উপজেলায় তাদের অবস্থান নেই। মাঝে মধ্যে খাবারের অভাবে এদিক সেদিক ছুটে যায়। তবে এ জেলায় সামাজিক বনায়ন ছাড়া কোন বন নেই। ১০ বছর আগে সামাজিক বনায়নের পরিমাণ ছিল শতকরা ১৪.২ একর। তবে বর্তমানে তা অনেক কমে গেছে। বনায়নের সঠিক কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। কেউ হনুমান শিকার করলে বা ক্ষতির চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন,জেলায় বন না থাকায় হনুমানের অভয়ারণ্য ঘোষণা করার কোন সুযোগ নেই।’

তবে বাস্তবতা বলছে অন্য কথা। বন বিভাগের হিসাবে বর্তমানে ভবনগর গ্রামে রয়েছে দুই শতাধিক কালোমুখো হনুমান। অথচ একসময় ছিল দ্বিগুণেরও বেশি। প্রাকৃতিক আবাস ধ্বংস,খাবার সংকট আর মানবসৃষ্ট বৈরী পরিবেশে প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমছে।

পরিবেশবিদদের মতে,এভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে এই বিরল প্রজাতির হনুমান,ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্রও। তাই সবার আগে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত সংরক্ষণ উদ্যোগ,খাবারের স্থায়ী ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা।

মহেশপুরে মাত্র ৩ টাকায় সুস্বাদু রসগোল্লা!

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মাত্র ৩ টাকায় পাওয়া যায় সুস্বাদু রসগোল্লা। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বাস্তবে এ মিষ্টির স্বাদ এমন যে, একবার খেলে আবারও কিনতে ইচ্ছে হবে। আকারে ছোট হলেও স্বাদে বড় বড় দোকানের বড় বড় মিষ্টিকেও হার মানিয়েছে এই রসগোল্লা। খাঁটি ছানার তৈরি হওয়ায় মুখে দিলেই গলে যায়। এতে নেই কোনো ভেজাল, কৃত্রিম রং বা অতিরিক্ত ঘ্রাণ; কেবল খাঁটি দুধের স্বাদ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহেশপুর উপজেলার শিবানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা সুমাল ঘোষ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজ হাতে তৈরি মিষ্টি বিক্রি করছেন। প্রতিদিন সকালে বাইসাইকেল নিয়ে বের হন তিনি এবং মহেশপুরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে রসগোল্লা বিক্রি করেন। আগে প্রতিটি রসগোল্লা বিক্রি হতো ২ টাকায়, বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৩ টাকায়। দাম সামান্য বাড়লেও ক্রেতার চাহিদা কমেনি, বরং বেড়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় এক হাজার পিস রসগোল্লা বিক্রি করেন তিনি। সেই আয়ে চলে তার সংসার।

স্থানীয় ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘৩ টাকায় এত সুস্বাদু রসগোল্লা পাওয়া সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমরা প্রতিদিনই তার কাছ থেকে কিনি। দাম কম, স্বাদে অসাধারণ।’ আরেক ক্রেতা স্কুল শিক্ষক মাহবুব হোসেন বলেন, ‘বড় দোকানের রসগোল্লার চেয়ে সুমাল ঘোষের বানানো রসগোল্লা অনেক বেশি খাঁটি ও সুস্বাদু। তাই বাজারে যত মিষ্টির দোকানই থাকুক, মানুষ ওনার কাছেই ভিড় জমায়।’

মহেশপুরের বাসিন্দা রাসেল হোসেন বলেন, ‘সুমাল ঘোষের রসগোল্লা এখন এলাকার একটি জনপ্রিয় নাম। কম দামে মানসম্মত মিষ্টি পাওয়ায় প্রতিদিনই তার ক্রেতা বাড়ছে।’

এ বিষয়ে সুমাল ঘোষ বলেন, ‘কম লাভ, বেশি বিক্রিই আমার ব্যবসার নীতি। দিনে এক হাজার পিস বিক্রি করতে পারলেই সংসার চলে যায়। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় মানুষ আমার মিষ্টির স্বাদ পছন্দ করছে, এটিই আমার বড় প্রাপ্তি।’

মহেশপুর সীমান্ত থেকে ফেন্সিডিল ও ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ২৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৪টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাধবখালী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত ৭১/২-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ধোপাখালী গ্রামের মোঃ আলিম হোসেনের আম বাগানের মধ্যে হতে হাবিলদার শ্রী ভবতোষ কুমার বিশ্বাস এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ২৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুরে ৪ বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার আদমপুর গ্রামের আবাসন প্রকল্পে চার বছরের এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ওই ঘটনায় স্থানীয়রা অভিযুক্ত কিশোর রাকিব হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই শিশুটি তার বন্ধুদের সাথে খেলছিল। এসময় একই এলাকার বাবু হোসেনের

ছেলে রাকিব হোসেন শিশুটিকে চকলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে বাড়ির পাশের একটি ভুট্টা ক্ষেতে নিয়ে যায়। সেখানেই সে শিশুটিকে ধর্ষণ করে।

ধর্ষণের পর শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসলে। তার পরনের পোশাকে রক্তের দাগ দেখে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি বুঝতে পারেন। সেসময় পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে। বর্তমানে শিশুটি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে।

এ ঘটনার পর স্থানীয় জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অভিযুক্ত রাকিবকে ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস আজ শুক্রবার সকালে জানান, স্থানীয় জনতা অভিযুক্ত রাকিবকে ধরে আমাদের সদস্যদের হাতে সোপর্দ করেছে। তবে এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং শিশুটির মেডিকেল পরীক্ষার পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।